কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙচুর

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার কয়া মহাবিদ্যালয়ে স্থাপিত বিপ্লবী বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা।

শুক্রবার ভোর রাতের কোন একসময়ে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার পর সকালে ভাষ্কর্য ভাংচুরের স্থানে পরিদর্শন করেন কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজিবুল ইসলাম খান।

প্রসঙ্গত, মাত্র ৩৬ বছর বয়সে ১৯১৫ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে নিহত হন বিপ্লবী বাঘা যতীন।

ব্রিটিশ ভারতে বাঙালিসহ ভারতবর্ষের সব জাতিসত্তার স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিল এক সূত্রে গাঁথা। প্রধান লক্ষ্য ছিল ইংরেজদের বিতাড়ন করা। আর ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে যারা স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করেছেন, যাদের আত্মদান ইংরেজ শাসকদের বুকে কাঁপন ধরিয়েছে, তাদের অন্যতম বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। যিনি ‘বাঘা যতীন’ নামে বেশি পরিচিত। দেশমাতৃকার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতা, অপরিসীম সাহস ও শৌর্যবীর্য তাকে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের প্রথম সারিতে স্থান দিয়েছে।

পোড়াদহ ইউপি নির্বাচনে জনপ্রিয়তায় এগিয়ে পলাশ

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ৯ নং পোড়াদহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে অন্য প্রার্থীদের চেয়ে জনপ্রিয়তায় এগিয়ে রয়েছেন এক সময়ের চেয়ারম্যান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম লিয়াকত আলীর ছেলে বেনজীর আহমেদ পলাশ।

ইউনিয়নের বাসিন্দারা বলছেন- ক্লিন ইমেজের জন্য স্থানীয় মানুষের

কাছে তুমুল জনপ্রিয় তিনি। তার বাবা যখন দুই বারের চেয়ারম্যান ছিলেন তখন অনেক উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ড করেছে। পাশাপাশি তিনি সে সময় কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক হওয়ার সুবাদে কৃষক-শ্রমিক-জনতার জন্য অনেক কাজ করে মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত ছিলেন।

বেনজির আহমেদ পলাশ মিরপুর উপজেলা মৎস্যজীবী লীগের সভাপতি ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দীর্ঘদিন রাজনীতি করলেও কারও সঙ্গে স্বার্থের দ্বন্দ্বে না জড়ানোয় সকলের পছন্দের প্রার্থী তিনি। বরং সবাইকে নিয়ে ইউনিয়নের উন্নয়নে বাবার পথ ধরেই দীর্ঘদিন ধরে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করছেন তিনি।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দলমত নির্বিশেষে সব ধরনের মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বেনজীর আহমেদ পলাশের। এলাকার মানুষের বিপদে পাশে থাকায় সবাই তাকে পছন্দ করেন। এলাকার মানুষই তাকে নির্বাচনে অংশ নিতে অনুরোধ করেছিলেন। ফলে সুষ্ঠু ভোট হলে পলাশ বিজয়ী হবেন বলে বিশ্বাস করেন তারা।

ইউপি নির্বাচন নিয়ে চেয়ারম্যান প্রার্থী বেনজির আহমেদ পলাশ বলেন, আমি দীর্ঘদিন রাজনীতির সাথে জড়িত থাকায় মানুষের সমস্যাগুলো প্রত্যক্ষ করেছি।

সেগুলো সমাধানে জনপ্রতিনিধি হিসেবে কীভাবে কাজ করতে হবে সে বিষয়েও ধারনা পেয়েছি। নির্বাচিত হলে আমি পোড়াদহ বাসীকে একটি আধুনিক ও মডেল ইউনিয়ন উপহার দিতে চাই।

তিনি আরও বলেন, ইউনিয়নে অনেক সেবা আছে, যেগুলো স্থানীয় মানুষ জানেন না। ঠিকঠাক সেগুলো তাদের কাছে পৌঁছে দিলে তারা স্বাবলম্বী হতে পারবেন। আমি সেই সেবাগুলো তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিতে চাই।

তবে তিনি বলেন, কুষ্টিয়ার উন্নয়নের রুপকার মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি কল্যাণে কুষ্টিয়ায় যেভাবে উন্নয়ন হয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় এবং এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে অবশ্যই দল আমাকে মনোনয়ন দিলে আমি দলীয় প্রতীকে সকলকে সাথে নিয়ে নির্বাচন করবো।

বিজয় দিবসে ছেঁড়া-ফাটা পতাকা উত্তোলন: জরিমানা আদায়

কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন না করাসহ ছেঁড়া-ফাটা পতাকা উত্তোলন করায় ৬০ হাজার ৫ শ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল বুধবার বিজয় দিবসের দিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন কুমারখালি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজিবুল ইসলাম খান ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মুহায়মিনুল আল জিহান।

ইউএনও রাজিবুল ইসলাম খান জানান, মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে কুমারখালি উপজেলায় প্রস্তুতি সভায় বারবার তাগাদা দেয়া, বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে বারবার বৈঠক, বারবার মাইকিং করে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য নির্দেশনা দেওয়ার

পরেও গতকাল সকাল হতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন মনিটরিং উপ-কমিটির অভিযান চালিয়ে দেখে অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পতাকা উত্তোলন করেনি এবং কিছু প্রতিষ্ঠানে ছেঁড়া-ফাটা পতাকা উত্তোলন করায় ৬০ টি মামলায় ৬০ হাজার ৫শ টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়াও ভবিষ্যতে আর এমন হবে না মর্মে মুচলেকা নেওয়া হয়।

বাণিজ্যিকভাবে মধুর খামার করে

স্বাবলম্বী কুষ্টিয়ার মামুন

পড়াশোনা শেষ করে চাকরির আশা না করে মধুর বাণিজ্যিক চাষের দিকেই মনোযোগ দেন মামুন। তিনি এখন বাণিজ্যিকভাবে মধুর খামার করে ভাগ্যবদল করতে পেরেছেন নিজের ও তার পরিবারের।

‘শখের বশেই ১৯৯৭ সালে দুই হাজার ৬০০ টাকা দিয়ে মাত্র চারটি মধুর বাক্স কিনে সরিষা ফুলের মধু সংগ্রহ শুরু করে বাণিজ্যিকভাবে মধুর খামার করে স্বাবলম্বী হয়েছেন খামারি মামুন-অর-রশিদ। কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ফুলবাড়িয়া ইউনিয়নের গেটপাড়া গ্রামের মৃত মসলেম উদ্দিন মণ্ডলের ছেলে মামুনকে এখন সবাই ‘মধু মামুন’ নামে ডাকেন।

কারিগরি কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই ১৯৯৭ সালে মাত্র ৪টি মধুর বাক্স নিয়ে শুরু হয় মধু মামুনের পথচলা। এখন তার খামারে দুই শতাধিক মধুর বাক্স রয়েছে, যেগুলোর প্রতিটির মূল্য ৭/৮ হাজার টাকা।

বছরে ৯/১০ টন করে মধু উৎপাদন করে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানোর পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ায়ও রফতানি করেন।

সরেজমিনে গেলে ধুবাইল মাঠের খামারে কর্মরত মামুন বলেন, ‘শখের বসেই ১৯৯৭ সালে ২ হাজার ৬০০ টাকা দিয়ে মাত্র ৪টি মধুর বাক্স কিনে সরিষা ফুলের মধু সংগ্রহ শুরু করি। ১৯৯৮ সালে মাস্টার্স পাস করলেও চাকরির আশা না করে মধুর বাণিজ্যিক চাষ করে আসছি’।

‘বর্তমানে আমার মধু খামারে ৮ জন কর্মচারী সারা বছরই মধু উৎপাদন করেন। ২০১৫-১৬ বছরে ৯ টন ও ২০১৬-২০১৭ বছরে ১০ টন মধু পেয়েছি। এ বছরও একই পরিমাণ পাওয়ার আশা করছি’।

তিনি আরো বলেন, ‘কুষ্টিয়ার মিরপুর ও সদরের বিত্তিপাড়া, নাটোরের গুরুদাসপুর ও চলনবিল, শরীয়তপুর, মাদারীপুরসহ বিভিন্ন স্থানের খামারের মাধ্যমে মধু সংগ্রহ করি। নভেম্বর থেকে কুষ্টিয়ার মিরপুর ও বিত্তিপাড়া এবং নাটোরের চলনবিলের সরিষা ফুলের মধু, এরপর কালজিরা ফুলের মধু এবং সবশেষে শরীয়তপুরের কালজিরার মধু ও নাটোরের গুরুদাসপুরের লিচু ফুলের মধু সংগ্রহ করি’।

এ বছর মামুন এ মাঠে ২০টি বাক্সের মধুর খামার করেছেন। তার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১ হাজার ৫০০ কেজি। মামুন বলেন, ‘গত বছর খামার থেকেই এবং বিভিন্ন জেলা-উপজেলা ও কোম্পানির কাছে ৩০০ টাকা

কেজি দরে বিক্রি করেছি। আমার খামার থেকে মধু অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো হয়। বেশিরভাগ কোম্পানিই স্বল্পমূল্যে মধু কিনে নিয়ে তাতে কেমিক্যাল মিশিয়ে চড়া দামে বিক্রি করে।

‘গাছি সংগ্রহকারীরা মৌচাকে চাপ দিয়ে সংগ্রহ করেন। এতে মধুর গুণাগুণ ৪০ শতাংশ নষ্ট হয়ে যায়। আর আমার খামারে যন্ত্রের সাহায্যে বাতাস দিয়ে সংগ্রহ করি। এতে আমাদের মধুর গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে’।

‘সরকারিভাবে বিক্রির ব্যবস্থা করা হলে আমরা মৌ খামারিরা আরো বেশি লাভবান হতে পারবো’- বলেন মামুন।

মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, উপজেলার মডেল মৌ-খামারি মামুন মধুর চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। তার সাফল্য দেখে আরও অনেকেই বাণিজ্যিকভাবে মধু চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। তিনি বলেন, আমরা সরকারীভাবে মৌ-বক্স বিতরণ করেছি এবং গেলো বছর তার মৌমাছি ও মধু আনায়নের জন্য কৃষি অফিস থেকে ভর্তুকিতে পিকআপ দিয়েছি। সরকারিভাবে মধু কেনার ব্যবস্থা হলে মৌ খামারিরা আরো লাভবান হবেন বলে মনে করেন তিনিও।

ইবি কর্মকর্তাদের দু’গ্রুপে সংঘর্ষ

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) কর্মকর্তাদের দু’গ্রুপ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক ও সাংবাদিক লাঞ্চিত হয়েছেন। এছাড়া শ্রদ্ধাঞ্জলির পুষ্পমাল্য ভেঙে পায়ে মাড়ানোরও অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল বুধবার দুপুরে ক্যাম্পাসের মুক্ত বাংলা চত্ত্বরে এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্তরা ঘটনার পরপরই নিজেদের ভুল স্বীকার করে সাংবাদিকদের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ক্যাম্পাসে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম স্মারক ভাস্কর্য ‘মুক্ত বাংলা’য় শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ নিয়ে কর্মকর্তাদের দুটি পক্ষ বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন। পরে তা মারামারিতে রূপ নেয়। এসময় তাদের হাতে বাঁশ ও লাঠি দেখা যায়।

কর্মকর্তা সমিতির সদস্যরা একপর্যায়ে কর্মকর্তা এসোসিয়েশনের সদস্যের ধাওয়া করে প্রধান ফটক পার করে দিয়ে আসেন। এসময় ছবি তুলতে গেলে কয়েকজন কর্মকর্তা সাংবাদিকদের কাজে বাধা দেন।

এর আগে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনসহ একে একে শিক্ষক সমিতি, কর্মকর্তা সমিতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। পরে সকাল পৌনে ১১টার দিকে কর্মকর্তা সমিতি থেকে বেরিয়ে এসে নতুন গড়া অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কয়েকজন কর্মকর্তা ফুল দিতে গেলে কর্মকর্তা সমিতির সদস্যরা বাধা দেন।

কর্মকর্তা সমিতির অভিযোগ অফিসার্স ইউনিটির কর্মকর্তারা জুতা নিয়ে বেদিতে ফুল দেন। এসময় তারা বাধা দিতে গেলে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে কর্মকর্তা সমিতির ধাওয়া খেয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করে অফিসার্স ইউনিটের কর্মকর্তারা।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. পরেশ চন্দ্র বর্মণ বলেন, ‘আমার ২২ বছরের শিক্ষকতা জীবনে কখনো এমন ঘটনার সৃষ্টি হয়নি। এ ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক, অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অপ্রত্যাশিত।’

এদিকে, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের কমকর্তাদের এমন মারামারি ও পুষ্পমাল্য ভেঙে পায়ে মাড়ানোর ঘটনায় নিন্দার ঝড় বইছে। বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন, ছাত্রসংগঠন এই ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

ঘটনাটিকে ইবির ইতিহাসের জঘন্যতম ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও সরব হয়েছেন সাবেক-বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। সুত্র:- নয়া দিগন্ত

কুষ্টিয়ার দুর্বাচারায় বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার দুর্বাচারা গ্রামে বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়েছে সর্বস্তরের মানুষ।

দুর্বাচারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে অবস্থিত শহীদদের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনসহ সর্বস্তরের জনগণ।

১৯৭১ সালে বংশীতলা যুদ্ধে যারা শহীদ হন তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠকে সমাহিত করা হয় দুর্বাচারা স্কুল প্রাঙ্গনে। পরবর্তীতে এখানে সরকারের তত্ত্বাবধানে গড়ে তোলা হয়েছে স্মৃতি কমপ্লেক্স।

প্রতি বছর দুর্বাচারায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সরকারীভাবে বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়।

সকালে শহীদদের কমপ্লেক্সে শ্রদ্ধা জানান কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, উজানগ্রাম ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ছানোয়ার হোসেন মোল্লা, উজানগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা সাবু-বিন-ইসলাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থানার অফিসার ইনচার্জ মোস্তাফিজুর রহমান, কুষ্টিয়া সদরের উপজেলা শিক্ষা অফিসার সিরাজুম মনিরা, সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার মোশারফ হোসেন।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জুবায়ের হোসেন চৌধুরী।

এছাড়া শ্রদ্ধা জানান শহীদ পরিবারের সদস্য ও সাধারণ জনগণ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তৎকালীন বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার রয়েছে গৌরবময় অবদান। মেহেরপুরের আম্রকাননে বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠন এর উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ১৯৭১ সালে কুষ্টিয়ার প্রত্যনত্ম গ্রামাঞ্চলের মানুষও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যুদ্ধে। তেমনি এক জনপদ ঐতিহ্যবাহী দুর্বাচারা। কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী এই গ্রামের যুবকরা দেশমাত্রিকার জন্য জীবনবাজি রেখে যুদ্ধে অংশ নেয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কুষ্টিয়ার বংশীতলার যুদ্ধ ছিল অন্যতম।

যুদ্ধস্থান হওয়ায় সবসময় বংশীতলা আলোচিত হয়েছে বেশি। কিন্তু এর পেছনে ছিল দুর্বাচারা অঞ্চলের যুবকদের অবিস্মরণীয় কীর্তি। মূলত ওই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ যোদ্ধাদের নিয়েই বংশীতলা যুদ্ধ সংগঠিত হয়। ওই সময় বংশীতলা যুদ্ধের সমসত্ম কর্মকা- পরিচালিত হয়েছে দুর্বাচারা থেকে।

৫ সেপ্টে¤॥^র যুদ্ধের দিন পাক সেনারা বংশীতলা মোড়ে অবস্থান নিলে দুর্বাচারা থেকে পাল্টা আক্রমণে যান মুক্তিসেনারা। ওই যুদ্ধে সামগ্রিকভাবে মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন আবুল কাশেম। তবে ৫ সেপ্টেম্বর সেখানে সামসুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এতে ১১ জন শহীদ হন এবং ২০/২৫ জন আহত হন। নিহতদের পাঁচজনকে দুর্বাচারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে দাফন করা হয় এবং বাকিদের বিভিন্ন জায়গায় বিৰিপ্তভাবে সমাহিত করা হয়।

এরমধ্যে একজনকে কমলাপুর ফুটবল মাঠের পাশে দাফন করা হয়। ৫ সেপ্টেম্বরের ওই যুদ্ধে ১১ জন শহীদ হলেও দুর্বাচারায় ছয়জনকে পাশাপাশি সমাহিত করা হয়। তাঁরা হলেনÑতাজুল ইসলাম, দিদার আলী (বীর প্রতীক), ইয়াকুব আলী, সাবান আলী, আব্দুল মান্নান ও শহিদুল ইসলাম। বাকিদের বিভিন্ন জায়গায় দাফন করা হয়। আর শহিদুল ইসলাম শহীদ হন ৬ ডিসেম্বর করিমপুরের যুদ্ধে। বংশীতলা যুদ্ধের পর বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে করিমপুরে আরেক যুদ্ধ সংগঠিত হয়। ওই যুদ্ধেও মুক্তিবাহিনী দুর্বাচারা থেকে তাদের মিশন শুরু করে। মুখোমুখি ওই যুদ্ধে শহীদ হন তৎকালীন রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ার্স কলেজের মেধাবী ছাত্র শহীদুল ইসলাম। তাকেও পরে দুর্বাচারা পাঁচ শহীদের পাশে সমাহিত করা হয়।

বংশীতলা যুদ্ধে শহীদ হন দুর্বাচারার কৃতী সন্তান তাজুল ইসলাম। তৎকালীন সময়ে অনার্স পড়ুয়া এ ছাত্র সদ্য বিবাহিত স্ত্রীর হাতের হলুদ থাকা অবস্থাতেই ভারতে ট্রেনিংয়ে যান। সেখান থেকে এসে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শহীদ তাজুলের বাবা করিম শেখ বলেন, তাজুল ছিল পরোপকারী। অন্যের উপকার করাই যেন ওর নেশা ছিল। দুঃসাহসী তাজু বংশীতলা যুদ্ধে একাই শায়েস্তা করেন এক পাক সেনাকে। ওর শক্তির কাছে হার মেনে শক্রুরা পেছন থেকে গুলি করে কাপুরুষের মতো ওকে হত্যা করে।

করিমপুর যুদ্ধে শহীদ হওয়া শহীদুল ইসলাম ছিলেন অত্র এলাকার সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র। তৎকালীন সময়ে রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ার্স কলেজে ইলেকট্রিক্যাল তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন তিনি। বর্তমানে যা

রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট) নামে পরিচিত। উজানগ্রাম ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান প্রয়াত ছলিম উদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে শহীদুল ছিলেন অতি মেধাবী একজন ছাত্র। ওই সময়ে এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্নে পাড়ি জমান রাজশাহী। কিন্তু দেশমাতৃকার প্রয়োজনে কলম ছেড়ে হাতে অস্ত্র তুলে নেন দেশপ্রেমের হাতিয়ার। ৬ ডিসেম্বর অকুতভয় এ বীর পাক হানাদারদের নৃশংসতার শিকার হন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছে কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগ।

গতকাল বুধবার সকালে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর ম্যূরালে জেলা তাঁতীলীগের নেতাকর্মীরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

জেলা তাঁতীলীগের সভাপতি রুহুল আমিন, সাধারন সম্পাদক হারুন অর রশীদ সিনিয়র সহসভাপতি সরোয়ার হোসেন, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক বিপুল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসান লিটন,
মমিনুল হক বকুল, সদর উপজেলা তাঁতী লীগের আহবায়ক আক্কাস আলী, সদস্য সচিব মেজবাহুর রহমান লিগ্যারসহ জেলা ও উপজেলার নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পতাকা বিক্রি করেই আত্মতৃপ্তি মিরাজের

জাতীয় পতাকা বিক্রি করেই সংসার চলে মিরাজ উদ্দিনের। তবে এই ব্যাবসা সবসময়ের জন্য নয়। বছরের বিশেষ বিশেষ দিবসেই কেবল পতাকা নিয়ে বের হন দেশের বিভিন্ন জেলায়। পায়ে হেটে হেটে বিক্রি করেন এই পতাকা। তবে মানুষের হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দিেতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেন তিনি।

আগামীকাল বিজয় দিবস। ডিসেম্বরের এই বিজয় দিবসকে সামনে রেখে তিনি মাসখানেক আগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছেন পতাকা বিক্রি করতে।

বিজয় দিবসটিতে একটি বিশেষ মর্যাদা পায় জাতীয় পতাকা। সেই জাতীয় পতাকার যোগান দিতে নানা বয়সী মানুষের কাছে বিক্রি করেন বিভিন্ন সাইজের পতাকা।

সোমবার বিকেলে কুষ্টিয়া শহরের বঙ্গবন্ধু ভাষ্কর্য চত্বরে দেখা মিললো পতাকা বিক্রেতা মিরাজের সাথে। তার পৃুরো নাম মিরাজ উদ্দিন। মাদারীপুর জেলার শিবচর থানার চরকামারকান্দী এলাকার বাসিন্দা তিনি। পেশায় শ্রমিক হলেও বছরের বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবেস তিনি এই জাতীয় পতাকা বিক্রি করতে বের হন।

বাঁশের সঙ্গে বিভিন্ন সাইজের পাতাকা লাগিয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান। কাঁধে থাকে একটি ব্যাগ। এর মধ্যেই থাকে বিভিন্ন সাইজ ও মানের পতাকা। সাইজ ও মানভেদে এসব পতাকার দামেও রয়েছে ভিন্নতা। একটি জাতীয় পতাকা ২০ টাকা থেকে শুরু করে দুইশ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়ে থাকে।

পতাকা কিনছিলেন বিপুল হোসেন নামের এক ব্যবসায়ী। তিনি বলেন, বিজয় দিবসে আমার প্রতিষ্ঠানে নতুন পতাকা উত্তোলন করবো বলে দেড়শ টাকা দিয়ে একটা পতাকা কিনলাম। তাছাড়া পতাকা মানেই তো লাল সুবজের বাংলাদেশ।

তিনি বলেন, বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবসের আগে একমাস দেশের বিভিন্ন জেলায় গিয়ে পতাকা বিক্রি করি।

এবার কুষ্টিয়া শহরের একটি আবাসিক হোটেলে আমি একটা রুমে উঠেছি।

দৈনিক ২শ টাকা করে দিতে হয়। প্রতিদিন শহরের বিভিন্ন এলাকায় পায়ে হেটে হেটে এই পতাকা বিক্রি করি। এতে করে দিনশেষে ৪ থেকে ৫শ টাকা লাভ হয় বলেও জানান তিনি।

তিনি বলেন, জাতীয় পতাকা বিক্রি করে আত্মতৃপ্তিতে আমার মন ভরে যায়।

বঙ্গবন্ধুর ভাষ্কর্য ভাংচুরের প্রতিবাদে কুষ্টিয়ায় শিক্ষক সমিতির মানববন্ধন

কুষ্টিয়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষ্কর্য ভাংচুরের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছেন বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি (বাসমাশিস)।

মঙ্গলবার সকাল ১১টায় কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তা মোড়ের বঙ্গবন্ধুর ভাষ্কর্য চত্বরে সংগঠনের শিক্ষকদের উপস্থিতিতে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি (বাসমাশিস) আঞ্চলিক কমিটির সহসভাপতি এসএম মাহমুদুল হাসানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নাদিরা খানমের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন
বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি (বাসমাশিস)’র সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুজ্জামান, কুষ্টিয়া জিলা স্কুলের সহকারী শিক্ষক রোকনুজ্জামান, মোল্লা মাহবুব, কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাশিদা বানু প্রমুখ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানের অংশ। বঙ্গবন্ধুর উপর আঘাত করা মানে সংবিধানের উপর আঘাত করা। যারা বঙ্গবন্ধুকে উপর আঘাত করবে, এ দেশের আইন মানবে না, ধর্মের নামে উস্কানিমূলক কথা বলবে তাদেরকে

কঠোরভাবে প্রতিহত করতে হবে। এদেশে থাকতে হলে সংবিধানের নিয়ম মেনে চলতে হবে।
বক্তারা আরও বলেন, আমরা যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছি, তখন কিছু দুর্বৃত্ত ধর্মের নামে উস্কানিমূলক কথা বলছে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে জোর দাবী জানান তারা।

মানববন্ধনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করে।

এস এম জামাল, কুষ্টিয়া থেকে।

যারা বাংলাদেশকে স্বীকার করে না তাদের এদেশে থাকার অধিকার নেই- সম্পাদক ডেইলি অবজারভার

যারা বাংলাদেশকে স্বীকার করে না তাদের এদেশে থাকার অধিকার নেই বলে জানিয়েছেন ডেইলি অবজারভার পত্রিকার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী।

তিনি বলেন, এই কুষ্টিয়া মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা করেছে, এই কুষ্টিয়ার জনপদ লালনের স্মৃতি বহন করে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত এই কুষ্টিয়া। এছাড়াও সাংবাদিকতার পথিকৃৎ কাঙাল হরিণাথের জনপদ। অথচ এই জনপদে ঢাকাসহ সারাদেশের বিভিন্ন সাংবাদিকের প্রতিনিধিরা এসেছে জঙ্গিবাদী, সাম্প্রদায়িকতার গোষ্ঠী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের প্রতিবাদে। জঙ্গীবাদ ও মৌলবাদীদের রুখতে হবে এখনই। শুধু সাংবাদিক নয়, সারাদেশে সকল মানুষকে এক হয়ে এসবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, যারা রাতের কালো আঁধারে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ক্ষত-বিক্ষত করেছে, তারা শুধু জাতির পিতার হাত ভাঙেনি। এদেশের সংবিধান, স্বাধীনতা ও গোটা বাঙালির উপর আঘাত হেনেছে। আর তাই আমরা সাংবাদিক সমাজ নিশ্চুপ থাকতে পারি না। এর ঠিক বিচার করারও

দাবি জানান তিনি।

গতকাল সোমবার বিকালে কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তার মোড়ে বঙ্গবন্ধুর নির্মাণাধীন ভাস্কর্য ভাঙচুরের প্রতিবাদে সাংবাদিক গণজমায়েতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

এই সাংবাদিক নেতা আরও বলেন, বেশ কয়েক বছর আগে বিএনপি-জামায়াত শিবির সাংবাদিকের উপর আঘাত হেনেছিলো। আমার কপালে আজও সেই আঘাত আছে। অস্ত্রের ঝনঝনানিতে যে জনপদ ছিলো সেই জনপদ আজ শান্তির জনপদ। কুষ্টিয়ার উন্নয়ন হয়েছে ব্যাপক। দেশ স্বাধীনের পর অনেকে এমপি হয়েছিল কিন্তু তারা কুষ্টিয়ার উন্নয়ন করতে পারেনি। সাংবাদিকবান্ধব নেতা মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি এ জেলায় ব্যাপক উন্নয়ন করেছে। করোনায় আক্রান্ত না হলে আরও অনেক উন্নয়ন দৃশ্যমান হতো।

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে)’র মহাসচিব শাবান মাহমুদের পরিচালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ, কুষ্টিয়া -১ আসনের সংসদ সদস্য আ.ক.ম সরোয়ার জাহান বাদশা, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতা, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে)’র কোষাধ্যক্ষ দীপ আজাদ, সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ আলম খান তপু, শেখ মামুনুর রশীদ, সেবিকা রানী, বরুন ভৌমিক নয়ন, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মদ আলী, রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কাজী শাহেদ, যশোর সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি সাজেদ বকুল, নারায়ণগঞ্জ সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুস সালাম, ময়মনসিংহ সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আতাউল হক খোকন, বগুড়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আমজাদ হোসেন মিন্টু, সাংবাদিক ইউনিয়ন কুষ্টিয়ার সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব, সাধারণ সম্পাদক জামিল হাসান খান প্রমুখ।

পরে জাতির জনকের ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়িয়ে যতদিন না এই ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনার সাথে জড়িতদের কঠিন শাস্তি নিশ্চিত না হবে ততদিন পর্যন্ত সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।